আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে দুদকের ব্রিফিং নিয়ে হাইকোর্টের রুল



আসিফ মাহমুদ। ছবি: সংগৃহীত

সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অর্থপাচারের অভিযোগ অনুসন্ধান নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দেওয়া দুটি প্রেস ব্রিফিংয়ের বৈধতা প্রশ্নে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।

বুধবার (১১ নভেম্বর) শুনানি শেষে বিচারপতি মো. বশির উল্লাহ ও বিচারপতি মো. হামিদুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

রুলে আদালত জানতে চেয়েছেন, অনুসন্ধান শুরুর পর অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা মিলেছে বলে দুদকের কর্মকর্তাদের প্রকাশ্যে বক্তব্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত কেন আইনগতভাবে অবৈধ ঘোষণা করা হবে না।

আদালতে আসিফ মাহমুদের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ হোসেন ও ব্যারিস্টার ইউসুফ আলী। দুদকের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মাহবুবুর রহমান খান।

এর আগে ২৯ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের একটি অবকাশকালীন বেঞ্চ রিটটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দেন। পরে আদালতের অবকাশ শেষ হলে আবেদনটি আবার শুনানির জন্য উপস্থাপন করা হয়।

রিট আবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর দুদকের কর্মকর্তারা পৃথক দুটি ব্রিফিংয়ে আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চলার মধ্যেই অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ার কথা জানান। এ ধরনের বক্তব্যে ব্যক্তির মর্যাদা ও সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে আবেদনে যুক্তি দেওয়া হয়। সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদে নাগরিকের মর্যাদা ও সুনামের সুরক্ষার পাশাপাশি দুদকের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়। এসব যুক্তিতে ব্রিফিং দুটির বৈধতা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন আসিফ মাহমুদ।

প্রথম ব্রিফিংয়ে, অর্থাৎ ২ সেপ্টেম্বর, আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে ৭৬ লাখ টাকা নেওয়াসহ কয়েকটি অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তবে পরে দুদকের এক কর্মকর্তা সাংবাদিকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জানান, ওই বক্তব্যটি ছিল ‘স্লিপ অব টাং’ বা অনিচ্ছাকৃত ভুল।

১৩ সেপ্টেম্বরের ব্রিফিংয়ে আরও কয়েকটি অভিযোগ সামনে আনে দুদক। এর মধ্যে ছিল ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক ও ৩৬ জন জেলা প্রশাসক নিয়োগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) প্রধান প্রকৌশলী নিয়োগ এবং উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র ঘিরে শত কোটি টাকার কমিশন লেনদেনের অভিযোগ। একই ব্রিফিংয়ে বিদেশে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগও তুলে ধরা হয়।